দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 06 2000
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

17

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা রবিবার ২৪ মাঘ ১৪০৬, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০

বইমেলা

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আজ শুরু হচ্ছে বইমেলা। মহান একুশে উপলক্ষে প্রতি বছর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বইমেলা। ইতিমধ্যে এ আয়োজন একটা জাতীয় ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। দেশের বৃহত্তম বইমেলাও এটি। খ্যাতিমান প্রকাশনা সংস্থাগুলো মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। সারা বছর ধরে তাদের প্রকাশিত বইগুলো এক সঙ্গে পাওয়া যায় বইমেলায়। বস্তুত এই বইমেলা কেবলই বইয়ের মেলা নয়। এ উপলক্ষে একই সঙ্গে প্রকাশক, লেখক ও পাঠকদেরও মেলা বসে। পাঠক থেকে লেখক সকলের মধ্যেই একটা বড় রকমের উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় এই বইমেলাকে ঘিরে। এদের সকলের মধ্যে শুধু দেখা-সাক্ষাৎই হয় না, মতের এবং তথ্যেরও আদান-প্রদান হয়। বাংলা একাডেমীর বইমেলার এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক। এবার বইমেলায় একাধিক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। প্রথমতঃ এটি এই শতাব্দীর এবং এই সহস্রাব্দের প্রথম বইমেলা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারী এ বছর এই প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের দেশে দেশে পালিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, এবার অন্যান্য বারের তুলনায় অধিকসংখ্যক বই প্রকাশিত হচ্ছে। এও জানা গেছে যে, শুধুমাত্র এই মেলাকে উপলক্ষ করে কম করে হলেও পাঁচ শতাধিক বই প্রকাশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে দু'শ'র মত বই বেরিয়ে গেছে। দেশের খ্যাতিমান কবি, লেখক, গবেষকদের বই ছাড়াও এবার বহু নতুন লেখকের বই প্রকাশিত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। দেশের প্রকাশনা শিল্প ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা একাডেমীর বইমেলার ভূমিকা ও গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অনুধাবনে ব্যর্থ হন। সাম্প্রতিক কয়েক বছর মেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়ে নানামুখী অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ একটি ধারার ও গোষ্ঠীর প্রকাশকদের স্টল বরাদ্দের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুকূল্য প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। এবারও একই অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনেক প্রকাশক নিয়মমাফিক স্টল পায়নি বলে জানা গেছে। আবার অনিয়মের ফাঁক দিয়ে অনেকে স্টল পেয়ে গেছে। জায়গা নির্বাচন ও নির্ধারণের ব্যাপারেও নাকি অনিয়ম ঘটেছে। মেলায় ইসলাম ধর্মীয় বইপত্রের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরই অবহেলিত। কর্তৃপক্ষীয় আচরণ ও নিরাপত্তাজনিত কারণে এই শ্রেণীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নিতে এখন আর খুব আগ্রহ প্রদর্শন করে না। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক ধর্মীয় বিষয়ভিত্তিক বই প্রকাশিত হয়। এসব বইয়ের রয়েছে বিশাল পাঠক গোষ্ঠী। এরা বাংলা একাডেমীর বইমেলায় এসে বই পায় না। উল্লেখ আবশ্যক যে, বাংলা একাডেমীর বইমেলায় ইসলাম ধর্মীয় বই-পুস্তকের যথাযথ স্থান না হওয়ায় বায়তুল মোকাররম মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে প্রতি বছর একই সময় ইসলামী বই-পুস্তকের আর একটি মেলা হয়। বাংলা একাডেমীর বইমেলার পরিবেশ, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে প্রতি বছরই নানা প্রশ্ন ওঠে। একটি চিহ্নিত মহলের প্রভাব ও দাপটে প্রতি বছরই মেলার মর্যাদা ক্ষুণ্ন ও ব্যাহত হয়। যতদূর জানা গেছে, এবার ছোট-বড় মিলে ৩১৯টি স্টল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া 'শিশুমেলা' নামের একটি এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। শিশুমেলায় শিশু-কিশোর ও মা ও শিশু বিষয়ক বই-পুস্তক বিক্রি হবে। 'লেখক কুনুত' নামে একটি এবং 'রাইটার্স ক্লাবের' নামে একটি স্টল বরাদ্দ করা হয়েছে। মেলায় নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের চিন্তা-ভাবনা আছে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া সাদা পোশাকধারী পুলিশের ব্যবস্থাও থাকবে। মহিলাদের উত্ত্যক্তকারী বখাটেদের গতিবিধি এরা লক্ষ্য করবে। এর আগে মহিলারা বখাটেদের উৎপাত-উপদ্রবের শিকার হয়েছে। বইমেলা যথার্থই বইমেলা হয়ে উঠুক, সকলের নিরাপদ আনন্দ ও মিলনমেলায় পরিণত হোক, এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও সতর্ক, সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবে, সেটাই কাম্য।